পাক্ষিক

আহমদী

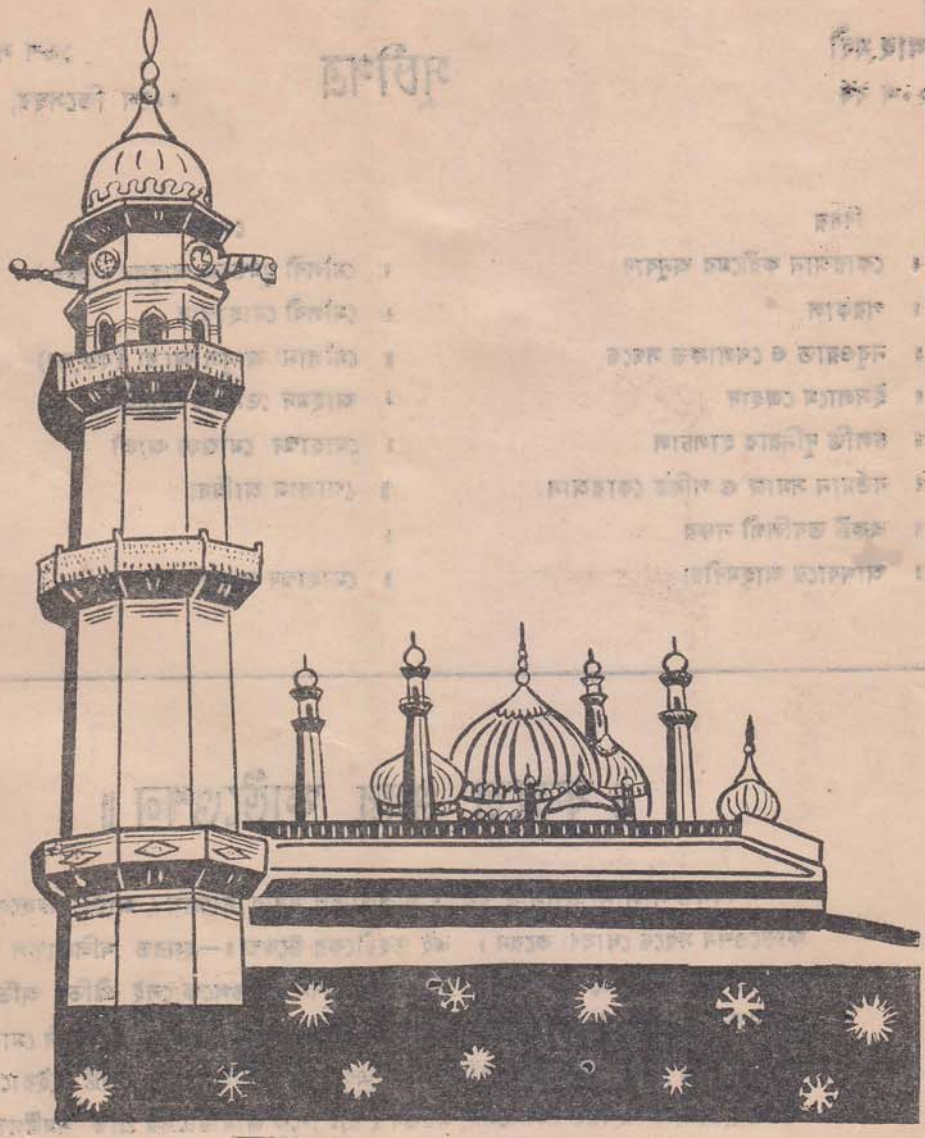

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা ১৬শ সংখ্যা বার্ষিক চাঁদা

পাক-ভারত—৫ টাকা ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৬শ সংখ্যা
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	২৬৫
পরকাল	মৌলবী মোহাম্মাদ	২৬৭
নবুওয়াত ও খেলাফত সম্বন্ধে	মৌলানা আবুল আতা (বক্তৃতা)	২৭২
ইসলামে জেহাদ	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	২৭৭
চলতি দুনিয়ার হালচাল	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৮০
বর্তমান সমাজ ও পবিত্র কোরআন	গোলাম আম্বিয়া	২৮২
একটি তবলিগী সফর		২৮৩
আখবারে আহ্‌মদীয়া	মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার	২৮৪

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য :—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২০শ বর্ষ : ৩০শে ডিসেম্বর : ১৯৬৬ সন : ১৬শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আনফাল

৩য় রুকু

১৬। হে মুমিনগণ! যখন তোমরা রণক্ষেত্রে কাফিরদের সম্মুখীন হইবে, তখন তাহাদিগকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না।

২৭। সেই সময় যে ব্যক্তি যুদ্ধ কৌশল অথবা (নিজদের) কোনদলের সহিত মিলনের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তাহাদিগকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে,

নিশ্চয় সে আল্লাহর গজবে পতিত হইবে এবং তাহার ঠিকানা হইবে জাহান্নাম এবং উহা অতি জঘন্য স্থান।

১৮। তোমরা তাহাদিগকে হত্যা কর নাই বরং আল্লাহ তাহদিগকে হত্যা করিয়াছেন। এবং তুমি (কঙ্কর গুলি) নিক্ষেপ কর নাই বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করিয়াছেন। এবং (ইহা এই উদ্দেশ্যে করিয়াছেন) যেন মুমিনদিগকে স্বীয় সমীপ হইতে উত্তম পুরস্কার প্রদান করেন। নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক শ্রোতা, পরম জ্ঞাতা।

১৯। ইহাই বিধান এবং নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের আয়োজনকে দুর্বল করিতে থাকিবেন।

২০। যদি তোমরা (সত্যের নিদর্শন রূপে) বিজয় চাও, তবে নিশ্চয় তোমাদের নিকট (সেই নিদর্শনরূপে) বিজয় আসিয়াছে (বদরের রণ ক্ষেত্রে মুসলমাদের পক্ষে) এবং যদি তোমরা (মুসলমানদের) শত্রুতা হইতে বিরত থাক, তবে তাহা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক হইবে এবং যদি তোমরা আবার যুদ্ধ কর, আমরা আবার তাহাদিগকে বিজয় দান করিব। এবং তোমাদের সঙ্ঘ তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না, যদিও উহা সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনগণের সঙ্গী।

(৩য় রুকু)

২১। হে মুমিনগন! তোমরা আল্লাহর ও তাঁহার রসুলের হুকুম মানিয়া চল। এবং উহা হইতে বিমুখ হইও না এবং তোমরা (ইহা) শুনিতেছ।

২২। এবং তোমরা তাহাদের মত হইও না, যাহারা বলিয়াছিল, আমরা শুনিলাম অথচ তাহারা শুনিত না।

২৩। নিশ্চয় আল্লার নিকট উহারাই নিকৃষ্টতম জীব যাহারা (জ্ঞানের দিকে দিয়া) বধির, মুক, যাহারা বুদ্ধি প্রয়োগ করে না।

২৪। আল্লাহ যদি জানিতেন তাহাদের মধ্যে কোন মঙ্গল আছে, তবে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে শ্রবণ করাইতেন এবং (এখনও) যদি তিনি তাহাদিগকে শ্রবণ করান, তাহারা গর্বভরে মুখ ফিরাইয়া নিবে।

২৫। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আহ্বানে সাড়া দিও, যখন রসুল তোমাদিকে সেই বিষয়ের দিকে আহ্বান জানান, যাহা তোমাদিগকে জীবন দান করিবে। এবং জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ এবং তাহার হৃদয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন এবং নিশ্চয় তাঁহারই দিকে তোমাদিগকে একত্রিত করা হইবে।

২৬। এবং সেই বিপদ হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা কর, যাহা শুধু তোমাদের মধ্যকার অনাচারীদের উপরই আসিবে না এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।

২৭। এবং সেই কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা অল্প ছিলে, পৃথিবীতে দুর্বল বিবেচিত হইতে, ভয় করিতে (কখন) মানুষ তোমাদিগকে ছোঁ মারিয়া লইয়া যাইবে। তখন আল্লাহ তোমাদিগকে স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে উত্তম বস্তু সমূহ দান করিলেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

২৮। হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও (তাঁহার) রসুলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না এবং নিজেদের নিকট গচ্ছিত দ্রব্যেও জানিয়া শুনিয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা করিও না।

২৯। এবং জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান সন্ততি পরীক্ষার স্থল। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র সমীপেই মহাপুস্কার রহিয়াছে! (ক্রমশঃ)

★

॥ পরকাল ॥

মৌলবী মোহাম্মাদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইবলিস, জিন ও শয়তান

ইবলিস, জিন ও শয়তান সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণার অন্ত নাই। অনেকে ইবলিসকেই জিন ও শয়তান মনে করে। অনেকে জিনকে মানবজাতির ন্যায় এক জাতি, অগ্নি হইতে সৃষ্ট এবং বিভিন্ন মূর্তী ধারণে সক্ষম বলিয়া ধারণা করে। কেহ আবার শয়তানকে ফেরেস্তাগণের সর্দার, হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা না করায় অভিশপ্ত ও বিতাড়িত বলিয়া বিশ্বাস করে এবং সূফী মানুষের মূর্তী ধরিয়া সাধুগণকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে বলিয়া ধারণা রাখে।

আমরা এ পর্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছি, আশা করি উহাতে ইবলিস, জিন ও শয়তান সম্বন্ধে পাঠকের একটা মোটামুটি ধারণা হইয়াছে। তথাপি চলতি সন্দেহগুলির খণ্ডন করিয়া উহাদের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভের জন্য আমরা আরও কিছু আলোচনা করিব।

শয়তান সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। আশা করি পাঠকের বুঝিবার জন্য উহাই যথেষ্ট। এখানে শুধু এতটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পবিত্র কোরআনে কোথাও হযরত আদম (আঃ)-কে সেজদা করার জন্য শয়তানের প্রতি আল্লাহতায়ালার আদেশ দেওয়ার বা তাহার সে আদেশ অমান্য করার উল্লেখ নাই। বরং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর হাদিসে শয়তানের মুসলমান হওয়ার কথাই বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ঘটনা ইবলিসের জন্য বর্ণিত হইয়াছে। কিয়ামত পর্যন্ত ইবলিসের ঈমান আনার কথা নাই। মানুষ-রূপে কাহারও নিকট শয়তানের আবির্ভাব স্বপ্নে ঘটে অথবা সত্যই কোন দুষ্ট মানুষের উপস্থিতিকে শয়তানের আবির্ভাব বলা হয়।

এখন আমরা জিন এবং ইবলিস সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

পবিত্র কোরআনে জিনকে অগ্নি হইতে সৃষ্ট এবং ইবলিসকে জিন বলা হইয়াছে। এই জন্য জিন ও ইবলিস সম্বন্ধে মানুষের মিশ্রিত ধারণা আছে।

وخلق الجان من مارج من نار-

অর্থাৎ "এবং জিনকে তিনি অগ্নি শিখা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" (সুরা রহমান—১ম রুকু)।

كان من الجن-

অর্থাৎ "সে (ইবলিস) জিনদের মধ্য হইতে ছিল।" (সুরা কাহাফ—৭ম রুকু)।

উপরোক্ত আয়াতে জিন অগ্নি হইতে নহে অগ্নির শিখা হইতে সৃষ্ট বলা হইয়াছে। অগ্নিশিখার প্রকৃতি এই যে উহার মস্তক সদা উন্নত থাকে। উহাকে মৃত্তিকাশায়ী করিলে উহা নিভিয়া যায়। পক্ষান্তরে মানুষকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট বলা হইয়াছে।

خلق الانسان من صلصال كالفخار

অর্থাৎ "তিনি মানুষকে পোড়ান মৃণ্ময় পাত্রের ন্যায় খনখনে শুষ্ক কাদা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

(সুরা রহমান—১ম রুকু)।

অর্থাৎ "আমরা তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি আঠাল মৃত্তিকা হইতে হইতে।"

(সুরা আস-সাফফাত—১ম রুকু)।

انا خلقنهم طين لازب

অন্যত্র আল্লাহতায়ালা মানবের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন।"

خلق الانسان من عجل

অর্থাৎ "মানবকে দ্রুততা হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।"

এই সকল আয়াত হইতে কি কেহ একথা বলিবেন যে, মানুষ মাটির তাল হইতে সৃষ্টি হইতেছে বা দ্রুততা বলিয়া কি কোন বস্তু আছে, যাহা হইতে মানুষ সৃষ্টি হইতেছে। বস্তুতঃ তাহার মধ্যে মাটির উপাদান আছে, মাটির ন্যায় নম্রতা আছে এবং তাহার মধ্যে ব্যস্ততা আছে, ইহাই উক্ত আয়াতগুলির প্রকৃত অর্থ। তদ্রূপ যাহাদের চরিত্রে অগ্নিশিখার গুণ বা দোষ থাকে তাহাকেই জিন বলে। আরবী ভাষায় সেইজন্য জিনকে উগ্র প্রকৃতি বিশিষ্ট, একগুঁয়ে, নেতৃত্বের গুণ-সম্পন্ন, দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষকে জিন বলে। প্রচ্ছন্ন জীব বা অজানা আগন্তুককেও জিন বলে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন।

قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا ○ يهدى الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعلى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ○

অর্থাৎ "বল আমার নিকট ওহী করা হইয়াছে যে, একদল জিন শ্রবণ করিল এবং তাহারা বলিল, নিশ্চয় আমরা এক অপূর্ব কোরআন শ্রবণ করিয়াছি। উহা সত্যপথে পরিচালিত করে; অতএব আমরা ইহার উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমাদের প্রতিপালক প্রভুর সহিত কাহাকেও শরীক করিব না এবং আমরা বিশ্বাস আনিলাম যে, আমাদের মহিমান্বিত প্রভু উচ্চ মর্যাদাশীল। তিনি স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করেন নাই।"

(সুরা জিন—১ম রুকু)।

এই আয়াতে উল্লিখিত জিনদলের, "তিনি (আল্লাহতায়ালা) স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করেন নাই" উক্তির মধ্যে তাহাদের পরিচয় রহিয়াছে। জগতে একমাত্র খ্রীষ্টানগণ এক স্ত্রীলোককে খোদার স্ত্রী ও এক দুর্বল মানবকে খোদার পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। বহিরাগত একদল খ্রীষ্টান মক্কায় আসিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট ইসলামের শিক্ষা অবগত হইয়া তাহাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কলুষ তৌহীদে ঈমান আনে। সেই আগন্তুক খ্রীষ্টানগণকে জিনদল বলা হইয়াছে এবং উক্ত আয়াতে তাহাদের ঈমান আনার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। মানুষ ব্যতিরেকে যদি অগ্নিশিখা হইতে সৃষ্ট কোন পৃথক জীব থাকিত, যাহারা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনিয়াছিল, তাহা হইলে পবিত্র কোরআনে অথবা হাদিসে ও ইসলামের ইতিহাসে জিন সাহাবার নাম থাকিত।

প্রত্যেক জাতীয় সৃষ্টির জন্য তাহাদেরই মধ্যস্থিত কেহ আদর্শ হইতে পারে। যে আদর্শ হইবে তাহাকে স্বজাতির ভাষায় তাহার আদর্শ ব্যক্ত করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মানবের জন্য কোন মানবই আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিজ জাতির ভাষাতেই তাহাকে বাণী পৌছাইতে হইবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌-তায়ালা বলিয়াছেন :—

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا ○ قل لو كان فى الارض ملئكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ○

অর্থাৎ "এবং যখন হেদায়েত আসিয়াছে তখন মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস আনিতে ঠেকায় নাই, পরন্তু তাহারা বলিয়াছে, 'কি আল্লাহ একজন মানুষকে রসুল (করিয়া) প্রেরণ করিয়াছেন?'

বলঃ পৃথিবীতে যদি শান্তির সহিত বিচরণশীল ফেরেশতাগণ অধিবাসী হইত, আমরা নিশ্চয় আকাশ হইতে একজন ফেরেশতাকে রসুলরূপে প্রেরণ করিতাম।'

(সুরা বনিইসরাইল—১১ রুকু)।

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم

অর্থাৎ "এবং আমরা কোন রসুলকে প্রেরণ করি নাই, পরন্তু তাহার স্বজাতির ভাষা দিয়া, যেন সে তাহাদের নিকট বিষয়-বস্তু পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে পারে।

(সুরা ইব্রাহীম—১ম রুকু)

এই জন্যই আল্লাহতায়ালা যখনই কোন জাতির নিকট প্রেরিত রসুলের কথা বলিয়াছেন তখনই رسولا منهم অর্থাৎ "অর্থাৎ তাহাদিগের মধ্য হইতে রসুল" বলিয়া জানাইয়াছেন। হাদিসে যেখানে প্রতিশ্রুত ঈসা ইবনে মরিয়মের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সেখানে তাহাকে امكم منكم অর্থাৎ "তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য হইতে" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং জিন মানুষ ব্যতিরেকে অপর কোন এক অদৃশ্য সৃষ্টি হইয়া থাকিলে, তাহাদিগের জন্য পৃথক নবীর আবশ্যক হইত। সে ক্ষেত্রে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট তাহাদের বেয়াত করার প্রশ্ন উঠে না। এতদ্ব্যতিরেকে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে আল্লাহতায়ালা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। কল্পিত জিনদের জন্য তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া আসেন নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তায়ালা বলিয়াছেন।

قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا

অর্থাৎ "বলঃ হে মানবজাতি নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে রসুলরূপে প্রেরিত হইয়াছি।" (সুরা—আল আরাফ—২০ রুকু)।

সুতরাং যে জিনদল হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট ঈমান আনিয়াছিল তাহারা মানুষ ছিল। এতদ্ব্যতিরেকে ইহাও চিন্তা করা প্রয়োজন যে, মানুষ ছাড়া অপর কোন সৃষ্টির জন্য রসুল প্রেরণ দ্বারা হেদায়েতের ব্যবস্থা নাই।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনে মানুষের সঙ্গে যেখানে যেখানে জিনের উল্লেখ হইয়াছে, সেখানে নেতৃত্বের অহঙ্কার দৃপ্ত উগ্রস্বভাব বিশিষ্ট মানুষের কথা বলা হইয়াছে। বিনীত স্বভাব বিশিষ্ট নবীর অধীনতা স্বীকার করিতে ইবলিসের আপত্তি এইখানেই যে, তাহার স্বভাবের মধ্যে নেতৃত্ব আছে, সে কেমন করিয়া মাটির মানুষ নবীর অধীনতা স্বীকার করিবে। তাহার ধারণা, ইহাতে তাহার সম্মান নষ্ট হইয়া যাইবে। অগ্নিশিখা কখনো মাথা নীচে করিতে জানে না এবং ইহা করিলে সে নিভিয়া যায়। পক্ষান্তরে মাটি সদা পায়ের তলে থাকে। সে উপরে উঠে না। আদম (আঃ) কে না মানার জন্য ইবলিসের এই যুক্তিই ছিল। কিন্তু তাহার এ বিশ্বাস ছিল না যে নবীর নিকট নতি স্বীকার করিলে, আধ্যাত্মিকতার আবেষ্টনী তাহাকে বিজলি বাতির বাল্বের ন্যায় রক্ষা কবচ স্বরূপ সকল ঝড় ঝাঞ্ঝা হইতে নিরাপদ করিয়া অম্লান ও অনির্বাচন জ্যোতিতে পরিণত করিয়া দিবে। দুর্নীতি ও বিপথগামীতার মহা ঝটিকা প্রবাহের যুগেই নবীর আবির্ভাব হয়। এই ঝটিকায় পড়িয়া নেতা ও অ-নেতা সকলেরই বিনাশপ্রাপ্ত হওয়ার কথা। নবী তাহাদিগকে আধ্যাত্মিকতার রক্ষা কবচ দিয়া বাঁচাইতে আসেন। নেতা ও অ-নেতা যাঁহারা অবনত হন, তাঁহারা শুধু বাঁচিয়া যান না, পরন্তু তাঁহারা প্রতিস্মরণীয় ও

অমর হইয়া যান। কিন্তু যাহারা আপন শিখাকে উর্ধগতি রাখিতে নবীর সম্মুখে মস্তক অবনত করে না, তাহাদের জীবন শিখা অচিরেই নিভিয়া যায় এবং তাহারা চির কলঙ্ক ও অভিশাপগ্রস্থ হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম ও অধর্মের দ্বন্দে যে আধ্যাত্মিক ঝড় উঠে, উহা মাটি সম মানুষদের উড়াইয়া উর্ধে স্থাপিত করে। সদা গরীব দুর্বলের দল নবীকে গ্রহণ করে। হযরত নূহ (আঃ)-কে তাহার স্বজাতি বলিয়াছিল।

وما نرك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادى الراى

অর্থাৎ "আমরা বলিতেছি, সুস্পষ্টভাবে যাহারা সর্বাপেক্ষা নীচ, তাহারা ব্যতিরেকে অন্য কেহ তোমার অনুসরণ করে নাই।"

(সুরা হুদ—৩য় রুকু)।

সকল নবীর যুগেই এইরূপ ঘটিয়াছে। অথচ নীচ যাহারা, তাহারাই সমাজপতি হইয়াছে এবং বড় যাহারা, তাহারা রসাতলে গিয়াছে। প্রত্যেক যুগ সন্ধিক্ষণে এই অভিনয় হইয়া আসিতেছে। আজ হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আগমনে আমরা আবার সেই মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। জগত অচিরেই এক মহা উত্থান এবং পতনের দৃশ্য অবলোকন করিবে। হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন, "যাহারা ছোট, তাহাদিগকে বড় করা হইবে এবং যাহারা বড়, তাহাদিগকে ছোট করা হইবে।'

হাদিসে জিনের সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, তাহারা হাড় খায়। সাধারণের বিশ্বাস ময়লা স্থানে ঘন ঝোপ ও জঙ্গলে এবং পড়ো বাড়িতে জিন থাকে। এই জিন পোকা মাকড়, কীট পতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু, যাহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে এবং মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এই হিসাবে বসন্ত, কলেরা, ক্যানসার, যক্ষা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি ব্যাধির জীবাণুও জিন। তাহারা অদৃশ্য এবং ক্ষুদ্র, কিন্তু উগ্র এবং মারাত্মক। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যাহারা সচরাচর জন সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে থাকে এবং যাহাদিগের নিকট জন-সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই, তাহাদিগকেও জিন বলে। সুতরাং জিন শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং এই নামের কোন পৃথক শ্রেণীর সৃষ্টি নাই। আরবী জিন ও ইংরাজি Genius একই শব্দ। Genius অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে বুঝায়।

ইবলিস সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। ইবলিস পৃথক কোন অশরীরী সৃষ্টি ছিল না। সেও একজন মানুষ ছিল। হযরত আদম (আঃ)-এর নবুওতের বিরুদ্ধাচরণে যে নেতৃত্ব করিয়াছিল, তাহার নাম ছিল ইবলিস। আদি-সত্যের বিরুদ্ধবাদী হিসাবে তাহার নাম প্রবাদ-বাক্য হইয়া গিয়াছে। সত্যের দুশমনগণের জন্য এই নাম কালের গতিতে জনগণের মধ্যে রূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। আদম সত্যের প্রতীক ও ইবলিস অসত্যের প্রতীক হিসাবে মানবজাতির মনে স্থান লাভ করিয়াছে। নবীকে মানা না মানার ফলাফল মানুষকে স্মরণ করাইবার জন্য আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে তাই বিভিন্ন নবীর ঘটনা বর্ণনাকালে আদম ও ইবলিসের কাহিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। মানব-জাতি অধঃপতিত হইলে আল্লাহতায়ালা তাহাদিগের আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থানের জন্য নবী প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন এবং নবীর বিরুদ্ধাচরণ হইয়া আসিতেছে। কেয়ামত পর্যন্ত এই ধারা চলিতে থাকিবে। পবিত্র কোরআনে ইবলিসের কেয়ামত পর্যন্ত সময় লাভের বিষয় রূপক ভাষায় কথোপকথন আকারে বিবৃত হইয়াছে।

قال انظرنى الى يوم يبعثون o قال انك من المنظرين o

অর্থাৎ "সে (ইবলিস) বলিল, তাহাদিগের অভ্যুত্থানের দিবস পর্যন্ত আমাকে অবসর দাও। (আল্লাহতায়ালা) বলিলেন, তুমি অবসর প্রাপ্তগণের মধ্যে হইবে।" (সুরা আল-আরাফ—২য় রুকু)।

ইহলোকে জাতি বা জগতবাসীর অভ্যুত্থান নবীর আগমনে হইয়া থাকে এবং পৃথিবী ধ্বংসের পর এক মহাদিনে সকল মানবের এককালীন আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান নির্ধারিত আছে। ইবলিসের কার্যকাল এই দুই প্রকার অভ্যুত্থানের সময় পর্যন্ত নিদিষ্ট।

নবীর আগমনে যে ব্যক্তি তাঁহাকে গ্রহণ ও অনুসরণ করে, সে প্রবৃত্তির বন্ধন মুক্ত হইয়া আল্লাহতায়ালার সহিত অটুট সম্বন্ধ গড়িতে সক্ষম হয়। ফলে তাহার আধ্যাত্মিক অভ্যুত্থান ঘটে। তখন সত্যের বিরুদ্ধবাদীর কোন প্রকার ভয় প্রদর্শন বা অত্যাচার উৎপীড়ন তাহার পদস্খলন ঘটাইতে পারে না। সেদিন ইবলিসের ডাক তাহার অন্তরস্থিত শয়তানের কর্ণে নিষ্ক্রিয় ও নিরর্থক হইয়া যায়। সেদিন তাহার শয়তান মুসলমান হইয়া যায়, সে আর ইবলিসের ডাকে কর্ণপাত করে না। বরং তাহার উপর সে ডাকের উল্টা প্রতিক্রিয়া হয়। ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি।

এই প্রকারের বহু ব্যক্তির সমষ্টি লইয়া যুগ নবীর এক পবিত্র জামাত অভ্যুত্থিত হয় এবং ইবলিস তাহার সঙ্গোপাঙ্গসহ বিনষ্ট হয়। ইহাই ইবলিসের যুগ যুগ নিদিষ্ট খণ্ড খণ্ড কার্যকাল এবং তাহার শেষ কার্যকাল সীমা কেয়ামতের দিন।

অহংকার মানুষের উন্নতির পথরোধ করে এবং তাহাকে ধ্বংসের পথে দৌড়াইয়া লইয়া যায়। জগতের বুকে ধর্মের মাধ্যমে ইহার অভিনয় বহুবার হইয়া গিয়াছে। অহংকারের কারণে মানুষ আল্লাহ্-তায়ালার নবীকে তথা তাঁহার মারফৎ প্রেরিত আল্লাহ্তায়ালার আদেশকে অমান্য করিয়া পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের ক্ষতি বরণ করে। যাহারা আল্লাহ্তায়ালার আদেশের নিকট নতি স্বীকার করিয়া, নিজ জীবন তাঁহার নির্দেশিত পথে পরিচালিত করে, তাহারা জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে সমর্থ হয় এবং সাফল্য লাভ করে। এই ক্ষতি ও সাফল্যের প্রকাশ আংশিকভাবে ইহ জগতে প্রকাশিত হয় এবং পরকালে উহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

নবুওয়াত ও খেলাফত সম্বন্ধে

পয়গামী ও আহমদী জামাতের বক্তব্য

হযরত মসিহ মাউদ (আঃ)-এর নবুওয়াত

(১৯১৪ পর্যন্ত গায়ের মোবাইনদের বক্তব্য।)

মৌলানা আবুল আতা প্রদত্ত ১ম বক্তৃতা

(চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহমদ—অনুবাদক)

যুগের মাহদি এসেছে ধরায়
সেই প্রতিশ্রুত দিন দেখালো খোদায় ;
ধন্য ধন্য সেইজন যে আনিল ঈমান
মিলিল সাহাবাসনে যে পাইলো আমায়
সেই সুরা সাকী করাল তাকে পান।

বন্ধুগণ !

সৈয়াদানা হযরত মসিহ মউদ (আঃ)-এর পূণ্যময় যুগে সকল আহমদীগণ সেই আধ্যাত্মিক প্রদীপের চতুর্দিকে পতংগের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিতেন এবং তাঁহারা হুজুর (আঃ)-এর মর্যাদা সম্বন্ধে উত্তমরূপেই অবগত ছিলেন। তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) সৈয়াদানা হযরত খাতামান নবীঈনের দাসত্য করিবার ফলে তাঁহা হইতে কল্যাণ লাভ করিয়া উম্মতি নবী হইয়াছেন। সেই জন্য সকলে প্রেমও ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং অনুপম ভালবাসা লইয়া ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁহারা যে বিশ্বাস পোষন করিতেন তৎ সম্বন্ধে "বদর" সম্পাদক বলিতেছেন ;

"অনুধাবন কর! প্রত্যেক আহমদী এই বিশ্বাসে স্থির আছেন যে, সেই কল্যাণময় পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে সকলে মীর্যা কাদিয়ানী বলিত, তিনি আল্লাহ্‌র প্রেরীত নবী বটে।"

"বদর পত্রিকা"

(১৮ই জুন ১৯০৮ পৃঃ—১১)।

মনে রাখিবেন যে, আহ্‌মদীদের মতে নতুন শরীয়ত বাহী কোন নবী আসিতে পারেন না বরং যে ব্যক্তি এইরূপ দাবী করিবে, সে কাফের এবং মিথ্যাবাদী। কেবল আঁ হযরত (সাঃ)-এর উম্মতের মধ্য হইতেই শরীয়ত বিহীন উম্মতী নবী আসিতে পারেন। স্বয়ং আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলিতেছেন ঃ—

"এখন মোহাম্মদী নবুওয়াত ব্যতিত সর্বপকারের নবুওয়াত বন্ধ হইয়াছে। শরীয়ত ধারী কোন নবী আর আসিতে পারেন না ; শরীয়ত বিহীন নবী আসিতে পারেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তিই নবী হইতে পারিবেন যিনি পূর্ব হইতে উম্মতী। সুতরাং এই ভিত্তিতে আমি উম্মতী এবং নবীও।"

(তাজালিয়াতে ইলাহিয়া ২ ঃ ২৫)।

১৯১৪ সনের মার্চ মাসে দ্বিতীয় খেলাফতের প্রতিষ্ঠার সময় যাঁহারা বয়েত করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা গায়ের মোবাইন সাব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও ১৯১৪ সনের মার্চ পর্যন্ত

সৈয়দানা হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-কে শরীয়ত বিহীন নবীরূপে স্বীকার করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের বক্তব্য তাহাদের নিজেদের উক্তিতেই বর্ণনা করা যথেষ্ট মনে করি। এইরূপ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার বিদ্যমানতায় অন্য কোন টীকা টিপ্পনীর মোটেই আবশ্যক নাই। উদ্ধৃত বক্তব্যের রচনা পদ্ধতিই যথেষ্ট। প্রথম দুইটি উদ্ধৃতি হইতেছে মূলনীতি সম্বন্ধীয় যাহাতে خاتم النبيين ইহার প্রকৃত অর্থ এবং হাদিসের لا نبی بعد ی সঠিক অর্থ বর্ণিতহইয়াছে। এতদ্ব্যতিত এমন কুড়িটি উদ্ধৃতিদেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের ছোট বড় সকলেই সৈয়দানা হযরত মসিহ্ মওউদ(আঃ)-এর নবুওয়াত এবং রেসালাত সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষন করিয়াছেন। উদ্ধৃতিগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।

খতমে নবুওয়াতের প্রকৃত অর্থ ঃ

মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব যিনি ১৯১৪ সনের ১৫ই মার্চ হইতে ১৯৫১ সনের ১৩ই অক্টোবর পর্যন্ত (গায়ের মোবাইন) জামাতে আহমদীয়া লাহোরের আমীর ছিলেন, লিখিতেছেন ঃ—

"প্রকৃত পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান আঁ হযরত (সাঃ)-কে খাতামান নবীঈন রূপে মান্য করিয়া থাকে এবং এই বিশ্বাস পোষন করে যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যস্থতা ব্যতিত কেহই নবী হইতে পারেন না, তিনি নতুন নবীই হউন বা পুরাতন। আল্লাহ্তায়ালা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পরে সমস্ত নবুওয়াত ও রেসালাতের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুগামীরা তাঁহার গুণে গুণান্বিত হইয়া তাঁহার পূর্ণ আদর্শময়, চরিত্রের জ্যোতি লাভ করিয়া থাকে, তাঁহাদের জন্য এই দ্বার রুদ্ধ হয় নাই। কারণ তাঁহারা সেই পবিত্র আত্মারই প্রতিবিম্ব স্বরূপ কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ), যিনি আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্মের ছয় শত বৎসর পূর্বের নবী ছিলেন, তিনিই হযরত (সাঃ)-এর পরে পুনরায় আগমন করিবেন বলিয়া সাধারণ মুসলমানদের যে ধারণা আছে, তদ্বারা খতমে নবুওয়াত নষ্ট হওয়া অপরিহার্য।"

রিভিউ অব রিলিজিয়নস (উর্দু)

(মে—১৯০৮ পৃঃ ১৮৬)

আমার পরে নবী নাই – لانبی بعدی এর সঠিক অর্থ ঃ

মৌলবী ওমরউদ্দিন শিমলবী সাহেব বলিয়াছেন—

"আমার পরে নবী নাই, এই হাদিসের অর্থ করিতে যাইয়া আমাদের বিরোধীবাদিরা এক তুফান সৃষ্টি করিয়াছে। তাহারা প্রত্যেক বক্তৃতায় আমার পরে 'কোন নবী নাই' এই কথা পুনঃ পুনঃ আওড়াইয়া হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা মূলক সাব্যস্ত করে। আসল কথা এই যে, ইহাদের অবস্থা ইহুদী আলেমদের অনুরূপ হইয়াছে। ..... তাঁহার পরে কোন নবী নাই বলার অর্থ হইতেছে যে, নতুন শরীয়তবাহী কোন নবী হইবেন না কিম্বা শরীয়তের দাবীদার কোন নবী হইবেন না। কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দাসত্ব করিয়া নবী হইতে পারেন। যেমন মোল্লা আলি কারীর ন্যায় হাদিসবিদ لو عاش ابراهيم لكان نبيا হাদিসেরব্যাখ্যায় এই অর্থকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।"

পয়গামে সুলেহ

(১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ ইং)

১। পবিত্র রসুল ঃ মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব লাহোরে আহমদীয়া বিল্ডিংসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"বিরোধীগণ যে অর্থই করুন না কেন, আমি তো ইহার উপরই অটল থাকিব যে আল্লাহ নবী সৃষ্টি করিতে পারেন, সিদ্দিক সৃষ্টি করিতে পারেন এবং শহীদ ও সালেহ-এর মর্য্যাদাও দান করিতে পারেন। কিন্তু চাহিবার লোকের প্রয়োজন। আমি যাঁহার হস্তে হস্ত রাখিয়াছি তিনি সত্যবাদী ছিলেন। খোদার মনোনীত ছিলেন এবং পবিত্র

রসুল ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁহার মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল।"

বক্তৃতা—মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব
"আহমদীয়া বিল্‌ডিংস আল্‌হুকম"
১৮ই জুলাই ১৯০৮ ইং)।

২। রেসালতের দাবীদার—মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব সর্ব-সাধারণের পক্ষ হইতে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) এবং চেরাগউদ্দিন জমমুনীর বিরোধীতা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"ইহা কি আশ্চার্যের ব্যাপার নহে যে, এক ব্যক্তি [হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-লিখক] যিনি ইসলামের সাহায্যকারী হিসাবে রেসালতের দাবী করিলেন এবং ইসলামের সত্যতাকে বিশ্বব্যাপি প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকিলেন এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করিলেত, তাঁহার বিরুদ্ধে ফতওয়ার উৎসাহ এবং উদ্দীপনায় তো পানাহার পর্যন্ত হারাম হইয়া যায় কিন্তু অপর এক ব্যক্তি (চেরাগউদ্দিন জমমুনী-লিখক) ঈসায়ী ধর্মের সাহায্যকারী হইয়া রেসালতের দাবী করিলে এবং প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিলে তাহার বিরুদ্ধে এক পংক্তিও লেখ হয় না।"

রিভিউ অব রিলিজিয়নস (উর্দু)
(মে—১৯০৬ ইং,—পৃঃ ১৬৬)।

৩। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অনুরূপ একজন নবী ঃ

মৌলবী মোহাম্মদ আলি সাহেব লিখিয়াছেন—,

"বর্তমানে অনুরূপই একজন নবী আল্লাহতায়ালা পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে লোকে অস্বীকার করিল, যেমন অস্বীকার করিয়াছিল পূর্বের নবীদিগকে। কিন্তু হায়! যদি তাহারা চিন্তা করিত এবং অনুধাবন করিত যে, যে নিদর্শন কেহ প্রদর্শণ করিতে পারে নাই, সেই সকল নিদর্শণ কি তাহাদিগকে দেখান হয় নাই এবং পূর্ববর্তী নবীগণ যেমন পাপ হইতে লোকদিগকে মুক্ত করিতেন তিনিও কি তদ্রুপ লোকদিগকে পাপমুক্ত করেন নাই? সর্ব-শক্তিমান ও সর্বজ্ঞ আত্মা সম্বন্ধে কি সেই বিশ্বাস তাহাদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন নাই, যেরূপ বিশ্বাস পূর্ববর্তী উম্মতদের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এইরূপ নবীই মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বটেন।"

রিভিউ অব রিলিজিয়নস
(৭নং তৃতীয় খণ্ড, জুলাই ১৯০৪
—পৃঃ ২৪৮)।

৪। ভারতের পবিত্র নবী ঃ

মৌঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখিয়াছেন—,

আমি বিশ্বাস করি যে, শেষ যুগে একজন অবতার আগমনের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা খোদার নিকট হইতে ছিল এবং তাহা ভারতের নবী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর (আঃ) ব্যক্তিত্বে আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্ণ করিয়াছেন।"

রিভিউ অব রিলিজিয়নস
(নবেম্বর ১৯০৪ পৃঃ ৪১৬)।

৫। শেষ যুগের প্রতিশ্রুত রসুল ঃ

মৌঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখিয়াছেন—,

"খোদাকে চেনা এবং দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত জানা যে সত্যই তিনি আছেন, ইহা একটি পৃথক ব্যাপার। কিন্তু এই জ্ঞান অর্জন করা কাহারও জন্য শুধু এই ভাবেই সম্ভব যে, সে খোদার শক্তি ও জ্ঞানের অলৌকিক নিদর্শন সমূহ দ্বারা অবলোকণ করে ঈদৃশ নিদর্শন-বলীর বিকাশ শুধু নবী ও রসুলদের দ্বারা হইয়া থাকে এবং আদিকাল হইতে খোদার এই নিয়মই প্রচলিত আছে যে, মানুষের হৃদয় হইতে যখন জীবন্ত ঈমান তিরোহিত হইয়া যায়, তখন তিনি নিজ নবীদের দ্বারা অলৌকিক নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে অসীম শক্তির বিকাশ ঘটাইয়া মানব হৃদয়ে নিজ অস্তিত্বের বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যদ্বারা তাহাদের

জীবনে পবিত্র পরিবর্তন ঘটে। বর্তমান সময়ে ইহারই প্রয়োজন আছে। কারণ বিগত নবীদের শিক্ষা সমূহ রূপকথায় পরিণত হইয়াছে এবং সেই সজীব ও শক্তিশালী ঈমান তাহাদের হৃদয়ে নাই, যাহাকে পাপদাহকারী ঈমান বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই মানুষের নৈতিক চরিত্র এত হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া রিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ্‌তায়ালা এই সময়ে তাঁহার একজন নবীকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি সেই নবী, কাদিয়ান হইতে যাঁহার শেষ যুগে আগমনের কথা আছে। কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তিনি জানিতেন যে শেষ যুগে এক নবীর প্রয়োজন হইবে। সুতরাং সেই প্রতিশ্রুতি এবং আবশ্যকতা অনুযায়ী ঈমান এবং ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য আল্লাহ তায়ালা একজন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে প্রেরন করিয়াছেন যাহাতে তিনি মানব হৃদয়ে তাঁহার (খোদার) অস্তিত্বের বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দেন, যেরূপ বিশ্বাস তাঁহার পূর্ববর্তী নবীদের সময়ে লোক অবলোকন করিয়াছিল। কারণ যে পর্যন্ত এই রূপ জীবন্ত বিশ্বাস মানব হৃদয়ে সূত্রপাত না হয়, সে পর্যন্ত পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না। বিশ্বাস ব্যতিত লোকে পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে না এবং খোদাতালার শক্তির এবং তাঁহার জ্ঞানের নিত্য নূতন জ্যোতি দর্শন ব্যতিত বিশ্বাসের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব এবং খোদার শক্তির সজীব নিদর্শন তাঁহার আদিষ্ট ও নবীদের মধ্যস্থতা ব্যতিত বিকাশ লাভ করিতে পারে না। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা অনুরূপ একজন প্রেরিত (পুরুষ, যাঁহার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে ঈমানের জ্যোতির সৃষ্টি হইয়া থাকে)।"

রিভিউ অব রিলিজিয়নস (উর্দু)

(মে—১৯০৬ইং পৃঃ ১৮২-১৮৩)।

৬। আল্লাহ্—এর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী একজন নবী।

কাদিয়ানের তাশহীজুল আজহান পত্রিকার আলোচনা প্রসঙ্গে মৌঃ মোহাম্মদ আলী সাহেব লিখিতেছেন,—

"কাদিয়ান হইতে তাশাহিজুল আজহান ত্রৈমাসিক পত্রিকা খানা আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। ইহার প্রথম সংখ্যা ১লা মার্চে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের যুবকদের উদ্যমের ইহা একটি নিদর্শন। খোদাতায়লা ইহাকে কল্যান মণ্ডিত করুন। ইহার বার্ষিক চাঁদা মাত্র বার আনা। পত্রিকাখানার সাম্পাদক হযরত আকদাস (আঃ)-এর পুত্র মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমুদ আহমদ।

ইহার প্রথম সংখ্যায় মির্যা বশীরউদ্দিন মাহমদ আহমদ সাহেব কর্তৃক ১৪ পৃষ্ঠাব্যপি মুখবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

জামাতের বন্ধুগণ ইহা নিশ্চয় পাঠ করিবেন কিন্তু আমি এই প্রবন্ধটিকে জামাতের বিরোধীগণের নিকট একটি পরিষ্কার দলীল হিসাবে পেশ করিতেছি; যাহা এই প্রতিষ্ঠানের সত্যকার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রবন্ধটির সারমর্ম হইতেছে যে, যখন পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হয়, লোকে খোদার পথ ত্যাগ করিয়া অত্যাধিক পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে, মৃত পৃথিবীর প্রতি শকুনের ন্যায় আকৃষ্ট হয়, এবং পরকাল সম্বন্ধে সম্পুর্ণ গাফেল হইয়া পড়ে, তখন খোদা চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী ঐ সমস্ত লোকদের মধ্য হইতে একজনকে নবী করিয়া প্রত্যাদেশ করেন, যিনি পৃথিবীতে সৎ শিক্ষার প্রসার ও খোদার সত্যপথ প্রদর্শন করেন কিন্তু যাহারা পাপে লিপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া পড়ে, তাহারা পৃথিবীর মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার দরুন হয়ত নবীর কথায় হাসি বিদ্রূপ করে নতুবা তাঁহাকে নির্যাতন করে এবং তাঁহার সঙ্গীদের

ক্ষতিসাধন করে এবং ঐ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংশ করিতে চাহে কিন্তু যেহেতু ঐ প্রতিষ্ঠান খোদার তরফ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেই জন্য মানুষের চেষ্টায় তাহা ধ্বংশ হয় না। বরং সেই নবী তাঁহার অসহায় অবস্থাকালীন নিজ বিরোধীদিগকে পূর্ব হইতে সর্তক করিয়া থাকেন যে, পরিনামে তাহারাই পরাজিত হইবে এবং খোদা কতক লোককে ধ্বংশ করিয়া অন্যদের সৎ পথে আনয়ন করিবেন ; বস্তুতঃ এইরূপই হইয়া থাকে। ইহাই আল্লাহতায়ালার রীতি, যাহা চিরকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বর্তমানও অনুরূপ হইয়াছে।"

রিভিউ অব রিলিজিয়ন (উর্দু)
(মার্চ ১৯০৭ই পৃঃ ১৭—১৮৭)।

৭। জনাব মীর হামিদ শাহ সাহেব শিয়ালকোটি ঃ

"জেনে রাখো বন্ধুগণ ! হা জেনে রাখো।
মসিহর শিক্ষা কভু না ভুলো।
নবী তিনি মুলহাম তিনি।
সব কিছু মুখে মুখে মোরা সবে ইহাই উচ্চারিত।"

পয়গামে সুলেহ পত্রিকা
(২৮শে ডিসেম্বর ১৯১৩ ইং)।

৮। লাহরের ডাঃ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহ সাহেব বলিতেছেন,—

"আল্লাহতায়ালাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ যে তাঁহার সেই বাক্য (হজরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী غلبت الروح—লিখক) অদ্য পূর্ণ হইতেছে। পৃথিবীময় ইহাই প্রমানিত হইয়াছে যে, ঐ বাক্য খোদার বাক্য ছিল এবং যিনি ঐ বাক্য বহন করিয়া আনিয়াছেন, তিনি মসিহর একজন সত্য মুরসেল। আল্লাহতায়ালার নিজ প্রমান পূর্ণ করিয়াছেন।"

পয়গামে সুলেহ বিশেষ সংখ্যা
(২৭শে জুলাই ১৯১৩ ইং)।

৯। বশারত আহমদ সাহেব লিখিয়াখেন,—

"মোট কথা হইতেছে যে, নবী এবং রসুল হইবেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে উম্মতী হইতে হইবে। কারণ এই উম্মতী হওয়ার দরুন তাঁহার নবুওয়ত খতমে নবুওয়তের পরিপন্থি হইবে না।"

পয়গামে সুলহ
(২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৪ ইং)।

১০। ডাঃ মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব ঃ

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

ইহা সেই আল্লাহর-এর কৃপা, যিনি আমাদের ন্যায় স্থূল বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য প্রত্যেক যুগে, আম্বিয়া, আউলিয়া এবং নিষ্ঠাবান আত্মা সমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন।

পয়গামে সুলেহ বিশেষ সংখ্যা
(৫ই মার্চ ১৯১৪ ইং)।

(ক্রমশঃ)

★

॥ ইসলামে জেহাদ ॥

॥আহমদ তৌফিক চৌধুরী ॥

জেহাদ ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রত্যেক মুসলমানের উপর জেহাদ করা ফরজ। পবিত্র কোরআন এবং হাদিসে জেহাদের বহু ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইসলামের এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে বহু ভুলবুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণতঃ লোকে জেহাদ বলতে একমাত্র অস্ত্র যুদ্ধকেই বুঝে থাকে। তারা বিশ্বাস করে যে দুনিয়ার সমস্ত অমুসলমানকে অস্ত্র বলে বাধ্য করে ইসলামে দীক্ষিত করার নামই হল জেহাদ। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে মধ্য যুগে এমন কি বর্তমান কালেও ধর্মের নামে বহু রক্তপাত হয়েছে। তথাকথিত ধর্ম নেতাদের মুখে জেহাদের বহুবিধ ফজিলতের কথা শুনে অজ্ঞ লোকেরা গাজীর সম্মান এবং বিনা পরিশ্রমে বেহেস্তের সনদ লাভের আশায় নিরীহ লোকদের ঘাড়ের উপর হিংস্র পশুর ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কথিত আছে যে, জনৈক পাঠান কোন এক মৌলবীর ওয়াজ শুনে জেহাদের উন্মাদনায় বিধর্মীর অন্বেষণে তরবারি হাতে বেরিয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা এক হিন্দুর সঙ্গে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! অমনি হিন্দুর টিকি ধরে ধরাশায়ী করে বুকের উপর ছুরি হাতে চেপে বসল খাঁ সাহেব। খাঁ সাহেব চীৎকার করে বলল, কলেমা পড়, নতুবা একদম জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব।'

প্রাণের ভয়ে হিন্দুটি কলেমা পড়তে রাজী হল। বলল, 'খাঁ সাহেব, আপনি কলেমা পাঠ করুন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে যাব।' কিন্তু হায় খোদা! খাঁ সাহেবের যে কলেমা মনে নেই! কোন কালে বিয়ের সময় মোল্লার সঙ্গে সঙ্গে কলেমা পাঠ করেছিলেন 'তাকি আর এতকাল পরে মনে আছে? রাগে খাঁ সাহেব গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'যা, আজ তোর ভাগ্য ভাল, আর একদিন কলেমা শিখে এসে তোকে ঠিক করব।'

উনবিংশ শতাব্দীতে পাঠান মুল্লুকে জেহাদ সম্বন্ধে এই ছিল মুসলমানদের অবস্থা! এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা পবিত্র ইসলামের আদর্শকে বিকৃত করে ইসলামের মহান প্রতিষ্ঠাতার উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে। ১৮৪৯ সালে পাদ্রী ফিণ্ডেল তার মিজানুল হক' পুস্তকের ৪৯৯ পৃষ্ঠায় আঁ-হযরত (সাঃ) কে 'অসি চালক নবী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ডেজি বলেছেন, 'মোহাম্মদের সেনাপতি এক হাতে কৃপান ও অন্য হাতে কোরআন নিয়ে শিক্ষা দিত।' স্মিথ বলেন, 'তিনি এক হাতে কোরআন ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে বিভিন্ন জাতির কাছে উপস্থিত হতেন।' ইহা কেবল ইসলামের শত্রুদের ধারণাই নহে, বরং আমাদের দেশের কোন কোন নাদান দোস্তও বলে থাকেন, ইসলাম এমন পরিবেশের মধ্যে জন্মলাভ করেছে যে, উহার মীমাংসাকারী শক্তি পূর্বেও তরবারি ছিল এবং এখনও তরবারিই আছে।' এদের একমাত্র স্বপ্ন হ'ল, 'জেহাদ করে খোদাদ্রোহীদিগকে গদী থেকে বেদখল কর, এবং সালেহীনগণ, গদীতে আরামসে বসে পড়।' কেননা তাদের বিশ্বাস, 'ওয়াজ নসিহত ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা যখন তরবারি হাতে নিলেন ... ...তখন ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুষ্টামীর কালিমা দূর হতে লাগল।' ইসলামের উৎপত্তিস্থল সৌদি আরবের পতাকায় পবিত্র কলেমার সঙ্গে মুক্ত তরবারি অঙ্কিত করে এই অপবাদকে পৃথিবীর সম্মুখে আরও প্রকটভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এসকল আভ্যন্তরিণ

এবং বহিঃ শত্রুদের জন্য Islam owed its expansion to the power of the sword—বলে দুর্নাম রটেছে। অথচ জেহাদ সম্বন্ধে এ জঘন্য মতবাদের সঙ্গে ইসলামের কোনই সম্পর্ক নাই। ইসলাম শান্তির ধর্ম। 'ইসলাম' শব্দের অর্থই শান্তি; ইহা শান্তিময়ের সঙ্গে শান্তি, মানবে মানবে শান্তি, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে শান্তি, প্রতিবেশীর সঙ্গে শান্তি, দরিদ্র, এতিম, দুস্থ ও নিঃসহায়দের সঙ্গে শান্তি, মানবে প্রাণীতে শান্তি এবং মানবে ও অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে শান্তির নিয়মাবলী প্রবর্তন করে শান্তিতে সহ-অবস্থানের উপদেশ দেয়। যে ইসলামে আসে সে সুশীতল শান্তি পায়—শারীরিক শান্তি, মানসিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক শান্তি। পরিশেষে ইহা মানবকে শান্তি নিকেতন বা দারুস সালামে পৌঁছে দেয়।

বিভিন্ন ধর্মে ধর্মযুদ্ধের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে ইসলামী জেহাদের কোন সাদৃশ্য নেই। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ গীতায়, 'ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্যন বিদ্যতে' অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়ঃ আর কিছু নাই।' হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্য সে মহীন।' অর্থাৎ, হত হলে স্বর্গলাভ, জয় হলে পৃথিবী ভোগ। (গীতা, ২য় অধ্যায়)। বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ২০ঃ ১০—১৪ পদে আছে, 'যখন তুমি কোন নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহার নিকটে উপস্থিত হইবে, তখন তাহার কাছে সন্ধির কথা ঘোষণা করিবে। তাহাতে যদি সে সন্ধি করিতে সম্মত হইয়া তোমার জন্য দ্বার খুলিয়া দেয়, তবে সেই নগরে যে সমস্ত লোক পাওয়া যায়, তাহারা তোমাকে কর দিবে, ও তোমার দাস হইবে। কিন্তু যদি সে সন্ধি না করিয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করে, তবে তুমি সেই নগর অবরোধ করিবে। পরে তোমার ঈশ্বর সদা প্রভু তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়্গ ধারে আঘাত করিবে, কিন্তু স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুটদ্রব্য আপনার জন্য লুট স্বরূপে গ্রহণ করিবে।' খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রন্থ 'নূতন নিয়মে' আছে যে, যীশু বলেন, 'মনে করিও না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি। [মথি, ১০ঃ ৩৪)। তিনি আরও বলেন, 'এবং যাহার নাই, সে আপন চোগা বিক্রয় করিয়া খড়্গ ক্রয় করুক' (লুক, ২২ঃ ৩৬)। এ সকল বর্ণনার সঙ্গে ইসলামী জেহাদের কোনও মিল নাই। জেহাদ ইসলামে এবাদত বিশেষ। তাকওয়া বা খোদা ভীতির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।

জেহাদ আরবী 'জাহাদা' শব্দ থেকে উৎপন্ন; অর্থ—প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। খোদার নির্দেশিত পথে সর্বপ্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টাকেই কোরআনের ভাষায় 'জেহাদ ফি সা লল্লাহ' বলা হয়। সংস্কৃত যুদ্ধ শব্দটিও হয়ত 'জাহাদা' থেকে উদ্ভূত। জেহাদ অনেক প্রকার হতে পারে। যেমন, আত্মশুদ্ধির জন্য সাধনা করা, কোরআনের তত্ত্বপ্রচার করা, খোদার রাহে মাল খরচ করা, বাক্য ও লেখনী দ্বারা ইসলাম প্রচার করা এবং দুশমন কর্তৃক আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করাকেও জেহাদ বলে। প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আঁ-হযরত (দঃ) 'ওয়াল মুজাহিদু মান জাহাদা নাফসাহু' বা নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ বলে উল্লেখ করেছেন। (মিশকাত)

পবিত্র কোরআনে 'ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা' বলে আল্লার পথে সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং সাধনাকে জেহাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুরা ফুরকানে, 'জাহেদ হুম বিহি জেহাদান কবির' এ আয়াতের ব্যাখ্যা তফসিরে রূহুল মায়ানী, জি—৬, পৃঃ ১৬২তে কোরআন দ্বারা তবলিগ করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে, 'তুজাহেদুনা ফিসাবিলিল্লাহে' বি আম ওয়া লিকুম ওয়া আনফুসিকুম' বা আল্লার পথে

জানমাল দ্বারা জেহাদ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আবু দাউদ নেহায়ী এবং দারিমীর হাদিসে 'জাহিদুল মুশরিকিনা বি আমওয়ালিকুম ওয়া আন ফুসিকুম ওয়া আল সিনাতিকুম' বা মুশরেকদের বিরুদ্ধে মাল, জান এবং জবান দ্বারা জেহাদ করার কথা বলা হয়েছে। ইমাম রাগেব বলেন, 'আল জিহাদু সালাসাতা আজরুবিন মুজাহিদাতুল আদুইজ জাহেরে ওয়ামুজাহিদাতুশশায়তানী ওয়া মুজাহিদাতুন নাফসি।' অর্থাৎ, জেহাদ তিন প্রকার, যথা, প্রকাশ্য দুশমনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও আপন নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। (মফরুদাত ১০০ পৃঃ)। তফহিমাতে এলাহিয়া জি—২ এতে হযরত ওলী উল্লাহ্ (রহঃ) বলেন, 'জেহাদ কয়েক প্রকার, তন্মধ্যে মানুষকে হেদায়াত দান করাই হল সব চাইতে বড় জেহাদ।'

আল্লামা রসিদ রেজা তাঁর তফসিরে আলমানার, জিলদ —১০, এ জেহাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার পর ৩০ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'আমি উপরে যে বিস্তৃত আলোচনা করে এসেছি, তাতে প্রমাণিত হল যে, তরবারির জেহাদ সম্বন্ধে মুসলমানদের যে ইজমা তাহা মাত্র এই যে, যদি কোন জাতি মুসলমানদেরকে আক্রমণ করে, তাহলে জেহাদ করা ফরজ হবে। আর ঐ সময় এও প্রয়োজন যে, কোন ওয়াজীবুল এতায়াত ইমাম জেহাদের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন।'

অনেকের ধারণা যে আখেরী জমানায় ইমাম মাহ্দী আগমন করে তরবারির দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করবেন।

'এয়সা গুমান কে মাহ্দী খুনী ভি আয়েগা,
আওর কাফেরুঁ কি কতলসে দীনকো বাড়হায়েগা।'

কিন্তু এ ধারণার সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। শেষ যুগে ইসলাম তরীর কর্ণধার ইমাম মাহ্দী মসিহ মওউদকে আঁ-হযরত (সাঃ) 'ইয়াজউল হারব' বা যুদ্ধ রহিতকারী আখ্যা দিয়েছেন।

'কিউ ভুল্তে হো তুম্ ইয়াজউল হারব কি খবর,
কিয়া ইয়ে নেহি বোখারী মে দেখত খুল কর?
ফরমাচুকা হ্যায় সৈয়দে কাওনাইল মোস্তফা।
ইসা মসিহ্ জঙ্গেকো করদেগা আলতওয়া।'

ইসলাম, ধর্ম প্রচারে সর্বপ্রকার অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' বা ধর্মে বল প্রয়োগ নাই বাক্যে এ সত্যকে জগতের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। তবে মুসলমানগণ যদি কখনও অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন অস্ত্রের মোকাবেলা অস্ত্রদ্বারা, শক্তির জওয়াব শক্তির দ্বারা দিতে হবে। এ সম্বন্ধে পাক কালামে ইরশাদ হয়েছে,—'উজিনাল্লাজিনা ইউ কাতিলুনা বি আন্না হুম জুলিমু ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা আলা নাছারিহিম লা-কাদির।' অর্থাৎ মুমিনগণ অত্যাচারিত হওয়ার পর তাহাদিগকে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হ'ল, আল্লাহতায়ালা এ বিষয়ে সাহায্য করিতে সক্ষম। (সুরা হজ্জ, ৪০ আয়াত)। অন্যত্র আল্লাপাক বলেন, 'ওয়া কাতেলু ফি সাবিলিল্লাহিল্লাজিনা ইউ ফাতেলুনাকুম ওলা তাঃ তাদু ইন্নাল্লাহা লা ইউহিববুল মুতাদিন।' অর্থাৎ—আল্লার পথে যুদ্ধ কর তাহাদের সঙ্গে যাহারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে না। নিশ্চয় আল্লা সীনা-লঙ্ঘনকারীদিগকে ভাল বাসেন না। (সুরা বাকারা, ১৯১)। এখানে একটি বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিগত পাক-ভারত যুদ্ধ ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গিতে জেহাদ ছিল কি না। এ সম্বন্ধে রসুল করীম (সঃ) বলেছেন, "মান কুতিলা দুনা মালিহী ওয়া ইরজিহী ফাহুয়া শাহিদুন।" অর্থাৎ যে নিজের সম্পদ এবং ইজ্জত রক্ষা করতে যেয়ে মৃত্যুবরণ করে সেও শহীদ। এই হাদিসের আলোতে শুধু ভারত কেন পৃথিবীর অন্য কোন দেশও যদি আমাদের প্রিয়

মাতৃ-ভূমির উপর আক্রমণ করে, তাহ'লে আমাদের জন্য যুদ্ধ করা অবশ্য সওয়াবের কাজ হবে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে যেয়ে যারা প্রাণ বিসর্জন দেবেন, তারা শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবেন। এখানে একটি বিষয়ে আলোচনা না করে আমার বক্তব্য শেষ করতে পারছিনা। রসুল করিম (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন, "এই উম্মতের দুইটি দলকে আল্লাহ্ তায়ালা আগুন থেকে রক্ষা করেছেন, এদের একদল হ'ল যারা হিন্দুস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে এবং অপরদল হ'ল যারা প্রতিশ্রুত মসিহ্‌কে সাহায্য করবে।"

(মসনদ আহ্‌মদ, জি—৫, পৃঃ ২৭৮ ও নেহায়ী, বাব গজওয়াতুল হিন্দ)।

এ সুসংবাদের ওয়ারিশ তারাই যারা ৭১২ খ্রীঃ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে বার বার হিন্দুস্থানের মুশরেকদের মোকাবেলা করার সৌভাগ্যলাভ করেছেন এবং যাহারা মসিহ মওউদ (আঃ) এর জামাত ভুক্ত হয়ে নিজেদের জান ও মাল দ্বারা সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত আছেন।

(ক্রমশঃ)

★

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

গরু আর গরু,—কোথায় করি শুরু ঃ

ইদানিং হিন্দুস্থানে গরু জবাই বন্ধ করার ব্যাপারটি নিয়ে যে ঝড় বইছে তাতে 'জগত গুরুদের' অবদানের কথাও বেশ বড় হরফে প্রচারিত হচ্ছে। তাই 'হালচাল' কোথা থেকে সুরু করব তা' নিয়ে বেশ বিপাকে পড়েছি।

ভারতীয় গুরুভক্ত গুরুদেবরা দুনিয়াময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। এ নিয়ে সব দেশেই, এমন কি জাতি সংঘ মহলেও আলোচনা, সমালোচনার জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউ তার কোন কিনারা পাচ্ছে বলেত মনে হয় না। কেউ বলছেন আসলে গণতন্ত্র নয় ভারত হলো 'গো-তন্ত্রের' দেশ (Breine Democracy)। কেউ বলছেন দেশটি এমনি যে সেখানে মানুষের চেয়ে গো-জীবনের মূল্য অনেক বেশী। কেউ কার্টুন এঁকে দেখাচ্ছেন, ঐ দেশের মন্ত্রী মানুষকে করছেন পদদলিত আর গরুকে তুলে নিয়েছেন মাথায়। তাতে যেন তিনি স্বর্গসুখ ভোগ করছেন। কেউ ঠাট্টা করে বলেছেন, গরু জবাই যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন ত আর চামড়া পাওয়া যাবে না। তা'ছাড়া দেবতার চামড়া মানুষের পায়ে লাগানত বড় রকমের পাপের কাজ। এমত অবস্থায় গো পূজারীরা জুতা পরবেন কি করে; কেউ বলছেন এই সমস্যার সমাধানত অতি সহজ। ঘির বদলে যদি 'ভিজিটেবল ঘি' চলতে পারে, তবে চামড়ার জুতার বদলে 'ভিজিটেবল জুতা' হবে না কেন।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই দেখা যাবে সবই যেন এক রুখা, একচোখা সমালোচনা করে চলেছেন। ভারতীয় জীবন ধারার মূল সূত্রটি ধরতে পারলে

বিষয়টা পানির মত সোজা হয়ে যেতো। তখন অযথা সমালোচনার জন্য সময় ও শক্তি ক্ষয় করতে হতো না। ভারত জোর দাবী করছে 'সিকিউলার ষ্টেট' বলে। গলদটা হলো ওখানেই—আসলে ভারত হলো 'পিকিউলিয়ার ষ্টেট', Peculiar State.

সুতরাং গো-জবাই বন্ধ করার আন্দোলন কেন হাঁস, মুরগী, মাছ, গাছ কাটা বন্ধ করার আন্দোলন শুরু হলে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কিছুই থাকবে না। অনুরূপ আন্দোলনের পেছনে দু'চারজন জগত গুরুর অবদানও অনায়াসেই পাওয়া যাবে একথা অনেকটা নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে। কারণ হিন্দুধর্মের কোন কোন অংশ মশামাছি, ছারপোকা, আরশোলা, উকুন ইত্যাদিকে মারা শুধু অন্যায় বলেই বিশ্বাস করে না, বরং নিজ দেহের রক্ত খাইয়ে এদেরকে পালন করাকে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করে। সুতরাং গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলন হয়ত ঐসবের হত্যা বন্ধের ভারী আন্দোলনের শুরু মাত্র।

মানুষ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাকে আল্লাহ্‌ ছাড়া কারো কাছে মাথা নত করতে হবে না। প্রকৃতির অন্যান্য জীবজন্তু হতে সে প্রয়োজনীয় ফায়দা উঠাবে। এজন্য তাকে ঐসব জীবজন্তুর পূজা করতে হবে কেন। অবশ্য ওসবের উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করতে হবে। এসব সহজ সত্যকে অস্বীকার করে যারা জীবজন্তুর পূজায় মানবতাকে সৃষ্টির সর্বোচ্চস্থান হতে নীচে নামিয়ে আনে এবং এই অবাঞ্ছিত আদর্শের উপর ভিত্তি করে দেশ বা জাতি গড়তে তৎপর হয় তাদের দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই সমষ্টি জীবনে অবাঞ্ছিত অবস্থাই সৃষ্টি হবে। হিন্দুস্থানে ধর্মের আদর্শের নামে গোজবাই বন্ধ করতে গিয়ে ঐরূপ অবস্থারই সৃষ্টি হচ্ছে। গোজবাই বন্ধ হলে, তখন জাতীয় জীবনে আরো জটিলতর সমস্যাদির সৃষ্টি হবে। ধর্মের অন্ধ গোড়ামিতে নিমজ্জিত গোরক্ষা আন্দোলনের নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন যে, গো-জবাই বন্ধ করলেই ভারতের সব দুঃখ দৈন্য ঘুচে যাবে। তাদের গো-দেবতার অসন্তুষ্টির জন্যই ভারতের বুকে এতসব দুর্বিপাক নেমে এসেছে। কিন্তু স্বেচ্ছায় নিয়োজিত জগত গুরুরা ঐ সব কথা ভাববার বা বুঝবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন বলে মান হয়।

ইসলাম সৃষ্টির মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। এই শ্রেষ্ঠত্বের বিকাশ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে সেজন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষ, অন্যান্য জীবজন্তু ও গাছপালা ইত্যাদি সবকিছুরই যথা প্রয়োজনীয় স্থান ও দানের স্বীকৃতি রয়েছে। এজন্য মানুষ যেমন এসবকে পূজা করবে না, দেবতা বলে গ্রহণ করবে না, নিজেও দেবতা হয়ে বসবে না। একদিকে যেমন এদের থেকে সর্বপ্রকার ফায়দা উঠাবে তেমনি আবার এদের প্রতিও প্রয়োজনীয় ফায়দা পৌঁছাতে হবে। ইসলাম বিষয়টিকে পরস্পর নির্ভরশীলতার দিক থেকেই গ্রহণ করেছে। তাই ইসলামে এদের প্রতি স্বাভাবিক আদর যত্নের সহজ সরল নীতিই পরিলক্ষিত হয়। এজন্যই ইসলামকে বলা হয় স্বভাবের ধর্ম।

★

বর্তমান সমাজ ও পবিত্র কোরআন

গোলাম আম্বিয়া

সম্প্রতি দৈনিক আজাদ পরিবেশিত একটি খবরে ফরিদপুর জেলা—শহর এবং গোপালগঞ্জ শহরের কোরআন পাঠে সক্ষম ব্যক্তিদের একটি হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে। ফরিদপুর শহরাঞ্চলের মোট ৭৮ হাজার ৫৬১ জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৮৬০ জন পবিত্র কোরআন পাঠ করিতে পারেন। তন্মধ্যে মহিলা ৬৭৬ জন এবং পুরুষ ২৫৬ জন। গোপালগঞ্জ শহরের মোট ৮ হাজার ৯৫৬ জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ৩৯ জন পবিত্র কোরআন পাঠে সক্ষম। উল্লিখিত হিসাব হইতে দেশের কত জন কোরআন পাঠ করিতে পারেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রদত্ত হিসাব মোতাবেক শতকরা ১·০২ ব্যক্তি পবিত্র কোরআন পাঠ করিতে পারেন এবং শতকরা প্রায় ·০৯ জনই কোরআন পাঠে সক্ষম নহেন। কোরআন পাঠে সক্ষম এবং কোরআন জানা লোকদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। দেশের শতকরা কত জন লোক ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উৎস পবত্রি কোরআন জানেন তাহার হিসাব যদি বাহির করা হয় তাহা হইলে লজ্জায় মাথা যে হেঁট হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিসাব করিতে গেলে পবিত্র কোরআনের অর্থ জানা লোকের সংখ্যা ১০০০০ এর মধ্যে একজন এবং অর্থ বুঝা লোকের সংখ্যা লক্ষে একজন হয় কিনা সন্দেহ। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনের শিক্ষার উপর আমল করে এমন লোকের সংখ্যা লক্ষের মধ্যে কয়জন পাওয়া যাইবে? ইহার পর ও কি পবিত্র কোরআন আকাশে চলিয়া যাওয়ার ভবিষ্যত বাণী পূর্ণ হয় নাই?

পবিত্র কোরআন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক বিধান। ব্যপকভাবে কোরআন অধ্যায়ন ব্যতিত ইহা সম্ভব নহে। আর ইসলামী চরিত্র গঠন ছাড়া ইসলামী সমাজ কায়েমও সম্ভব নহে। সমগ্র জাতির অধিকাংশই যদি পবিত্র কোরআন পাঠ করিতে না পারে তবে যাহারা কোরআন বুঝিবেই কি ভাবে এবং উহার বিধান অনুসারে নিজদের চরিত্রই গঠন করিবে কি প্রকারে?

হযরত রসুলে করীম (দঃ) আজ হইতে প্রায় ১৪ শত বৎসর পূর্বে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন যে, তাহার উম্মতে এমন এক সময়ে উপস্থিত হইবে যখন পবিত্র কোরআনের আনুষ্ঠানিকতা থাকিবে মাত্র; তখন মানুষের ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে অন্তর্হিত হইবে। আজ যে সেই ভবিষ্যত বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে তাহাতে কোন দ্বি-মতের অবকাশ নাই। কোরআন পাঠ আজকাল একটি বিরল অনুষ্ঠানের পর্যায়েই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের মওকাতেই কেবল কোরআন পাঠ করা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বাকী সারা বৎসর ইহা স্বযত্নে গিলাপে আবদ্ধ হইয়া ঘরের একটি উচ্চ স্থানে স্বীয় আসল বাছিয়া লয়। শবে বরাত এবং শবে কদরের রাত্রে ইহার প্রয়োজন পড়ে। তখন ভাড়া করিয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষ কয়েক জন হাফেজ রাখিয়া কোরআন

খতম করান। আবার কাহারো কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে অগত্যা কোরআন খানির ব্যবস্থা না করিলে হয় না। কাজেই পবিত্র কোরআনের স্থান আমাদের জীবনে কি তাহা বুঝিতে আমাদের আর কষ্ট হওয়া উচিত নহে। পবিত্র কোরআনের অধ্যায়ন হইতে এবং উহার শিক্ষার অনুশীলন হইতে সমাজ যখনই বিমুখ হইয়াছে, তখন হইতেই সমাজিক জীবনে এবং মানুষের নৈতিক চরিত্রে কলুষ দেখা দিয়াছে। সরকার এটি করপশন বিভাগ খুলিয়াও সমাজ হইতে অপরাধ প্রবনতা দূর করিতে পারিতেছেন না। অপরাধ ও অন্যায়ের মাত্রা সমাজে দিন দিন ব্যপক হারে যে ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সমাজের অবস্থা কি হইবে, তাহা ভাবিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নিশ্চয়ই শঙ্কিত হইবেন। এই সবের মূল কারণ, পবিত্র কোরআনের শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া সমাজ বস্তুবাদিতা তথা ধর্মহীন জীবন ব্যবস্থার দিকে বেশী ভাবে ঝুকিয়া পড়িয়াছে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

★

একটি তবলিগী সফর

গতমাসে ঢাকা জমাত হইতে বিশেষ তবলিগী প্রোগ্রামের অধীনে জনাব আবদুল মতিন (নাটাই পিতা মৃত্যু মোঃ আবদুল কবির সাহেব) ঢাকা জেলার নরসিংহদী এবং চরসিন্দুর এলাকায় ১৫ দিবসব্যাপী এক তবলিগী সফর করেন। ১৫ই নভেম্বর হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি পদব্রজে উক্ত এলাকায় প্রায় আড়াই শত মাইল অতিক্রম করেন এবং ৮।৯ শত ব্যক্তির নিকট হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর বাণী পৌঁছান। তন্মধ্যে ২০।২৫ জন আহমদীয়ত সংক্রান্ত বই পুস্তক পাঠে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন।

জনাব আবদুল মতিন তাহার সফরকালে উল্লিখিত এলাকা দুইটির অধিবাসীদের মধ্যে কয়েক সহস্র জামাতি পুস্তক পুস্তিকা বিতরণ করেন। তাহাদের অধিকাংশই গভীর আগ্রহের সহিত এই সকল পুস্তক-পুস্তিকা গ্রহণ করে। মফঃসল এলাকায় তবলিগের ব্যাপাক ময়দান পড়িয়া রহিয়াছে বলিয়া জনাব আবদুল মতিন জানান। তাঁহার সফরকালে তিনি এমন বহু নেক প্রকৃতির লোকের সাক্ষাৎ পাইয়াছেন, যাহারা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের অপেক্ষায় রহিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট আহমদীয়তের সংবাদ পৌঁছে নাই। ইহা ছাড়া এমন বহু লোকের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাহারা আহমদীয় সম্পর্কে জানার জন্য প্রবল আগ্রহ রাখে। গ্রামে গ্রামে তবলিগের কাজে বাহির হইয়া গেলে তাহাতে খুবই সুফল ফলিবে বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য যে উল্লিখিত তবলিগী সফরকালে চরসিন্দুরস্থ ওয়াকফে জদীদের মোয়াল্লেম জনাব ইসমাইল বোখারী জনাব আবদুল মতিনের সহিত্য বিশেষ সহযোগিতা করেন।

★

আখবারে আহমদীয়া

মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার

প্রাদেশিক সালানা জলস

আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ সাল, পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৭তম বার্ষিকী সালানা জলসা ঢাকার ৪নং বক্সী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। ইনশাল্লাহ্। এই মহতী অনুষ্ঠানকে কামীয়াব করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক আহ্মদী ভাইদিগকে চাঁদাদান ও তশরীফ আনয়ন ব্যাপারে পূর্ব থেকে তৎপর হওয়া কর্তব্য এবং আহ্মদীয়তের তবলীগ—অধীন ব্যক্তিদিগকে উক্ত জলসায় সঙ্গে আনার জন্য সাদর আবেদন জানান যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার জলসা—

আগামী ১১ই ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ সাল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৯তম বার্ষিকী সালানা জলসা স্থানীয় 'মসজিদুল মাহ্দী' প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জলসাকে সর্বাঙ্গীন সফল করার উদ্দেশ্যে এবং দীন-ই-এলেমের আলোচনায় শরীক হওয়ার জন্য সকল বন্ধু-বান্ধবদিগকে বিশেষভাবে দাওয়াত দেওয়া যাচ্ছে। কোন আহমদী ভাই যেন জের-এ-তবলীগ ভাইবোনদেরকে আনতে ভুল না করেন।

সুন্দরবনের জলসা—

আগামী ৭ই ও ৮ই মার্চ সুন্দরবন আঞ্জুমানে আহ্মদীয়ার (খুলনা) প্রথম বার্ষিকী সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে। নব-প্রতিষ্ঠিত এই সুন্দরবন জামাতের প্রথম সালানা জলসাটিকে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকল আহমদী ও নন আহমদীর উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

স্মরণ করানো যাচ্ছে যে, আকিকার জন্য স্থিরীকৃত সকল যবেহ যোগ্য প্রাণীকে (গরু, ছাগল ইত্যাদি) যথাসময়ে জলসাকেন্দ্রে পাঠাবেন। আকিকায় প্রচুর সওয়াব গ্রহণের জন্য ইহা একটা উল্লেখযোগ্য মওকা।

ওয়াক্‌ফে জাদীদ আশারা পালন

ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ৩০শে নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়াকফে জাদীদ আশারা পালন করা হয়। ইহা পালনের মাধ্যমে ওয়াকফে জদীদের গুরুত্ব ও চাঁদা আদায়ের প্রতি—আহমদী ভাইদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

মহান নেতা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী সকল আহমদী শিশুদেরও তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

হযরত খলিফা সাহেব কর্তৃক আতফালদের (শিশুদের) উপর অর্পিত চাঁদার এলান ইতিপূর্বে বন্ধুগণের খেদমতে পেশ করা হয়েছে।

বয়াৎ গ্রহণ ও জামাত গঠন—

গত নভেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন জামাত থেকে মোট ১৮ ব্যক্তি বয়াৎ গ্রহণ পূর্বক আহমদীয়তের অন্তর্ভুক্তি লাভ করেছেন।

নওগাঁস্থ (রাজশাহী) জনাব হাকিমুদ্দীন সাহেবের জোর তবলীগে নওগাঁয় ৭ ব্যক্তি বয়াৎ গ্রহণ করেন। এখানে এ মাসে একটি নতুন জামাত কায়েম হয়েছে।

বন্ধুগন, হাকিমুদ্দীন সাহেব ও নবগত আহমদী ভাই-বোনদে উদ্দেশ্যে দোয়া করবেন।

★

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক আহমদীর চাঁদা-দাতা ব্যতিত যে সমস্ত বন্ধুগণকে বিনা চাঁদায় আমাদের পত্রিকা পাঠানো হইতেছে, শীঘ্রই তাহাদের মেয়াদ শেষ করা হইবে। কিন্তু বিশেষ উৎসাহী ও আগ্রহী পাঠকদের মেয়াদ-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহনের উদ্দেশ্যে এতদ্‌সহ একটি কুপন প্রেরিত হইল। উক্ত কুপনটি স্বহস্তে পূরণ করিয়া আগামী ১লা ফেব্রুয়ারীর (১৯৬৭ সাল) মধ্যে আমাদের ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য একান্তিক উৎসাহী বন্ধু-সমীপে অনুরোধ জানাইতেছি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাহার নিকট হইতে কুপন-পূরণ হইয়া আমাদের নিকট না আসিবে—তাহার পত্রিকা বন্ধ হইয়া যাইবে।

ম্যানেজার,
পাক্ষিক আহমদী

ম্যানেজার,
পাক্ষিক আহমদী
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

আমি এযাবত নিয়মিতভাবে 'আহমদী' পত্রিকা পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আমার নামে আরও কিছুদিন পত্রিকা পাঠাইয়া আহমদীয়তকে বিশদভাবে বুঝিবার সুযোগ দিবেন।

নাম ... ...

ঠিকানা... ... ...

... ...

ধর্ম ... ...

পাঠক নং ... .

কতদিন যাবত পাঠক ... ... স্বাক্ষর ... ...

ভোটার তালিকা

বিনীত নিবেদন

বিনীত নিবেদন

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

●	The Holy Quran.		Rs. 12·00
●	Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
●	The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
●	Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
●	What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
●	Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
●	The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
●	The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
●	Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
●	The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
●	The truth about the split	,,	Rs. 3·00
●	The Economic struture of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
●	Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs 1·75
●	Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
●	Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
●	The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
●	ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
●	Where did Jesus die ?	J. D Shams (R)	Rs. 2·00
●	ইসলামেই নবুয়্যাত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
●	ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
●	খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
●	মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান

জেনারেল সেক্রেটারী

আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে ও আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	আমাদের শিক্ষা	লিখক—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)
২।	ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আহ্বান	,, ,,
৩।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)
৪।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৫।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৬।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৭।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	,, ,,
৮।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৯।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১০।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১১।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১২।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৩।	হোশান্না	,, ,,
১৪।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৫।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
১৬।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ টি চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.